

মৃত্তিকা :

ইংরেজি 'soil' শব্দটি লাতিন
শব্দ 'solum' থেকে এসেছে, যার অর্থ
নল 'ফ্রিমিউল' বা 'বোকে', সাধারণত
দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে
বিভিন্ন ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোসিসিলার পরিষ্কৃত
স্টেট, যখন ফ্রিমিউলের ওপরে বিভিন্ন
প্রাণী ও উদ্ভিদ পদার্থ সমৃদ্ধ হলে পাণ্ডল
উদ্ভূত মোবরণ বা উর সৃষ্টি হয়, তাহলে
এটি উদ্ভিদ বৃদ্ধির সনাক্ত, তাকে মৃত্তিকা
বলে, বিভিন্ন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী তাঁদের
হিস্টোরিক্যাল থেকে মৃত্তিকার বিভিন্ন স্যাড্রা প্রচলন
করেছেন।

(১) ডুকুচেভ-প্রচলিত স্যাড্রা (১৪৩৩খ্রিঃ) :

স্ট্রাল
জিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ফ্রিমিউলের উপর
ভোগে হলে উর সঠিত করে এবং
এই উরটি শস্যন তেল, বায়ু ও জীবকুল
দ্বারা বহু-বেলা প্রভাবিত হয়, তাকে
মৃত্তিকা বলে।

(ii) কিনারাতে প্রকৃত সাতংক্রম (১০৬ খ্রিঃ) :-

স্বতন্ত্রতা বুলি - দেবমন্দির উপর
স্বাধীন এক প্রকরণ - জাতিগত লক্ষণ
- যেখানে সাতংক্রম সাতংক্রম
ক্রমায় এক সাতংক্রম থেকে প্রায়
এমন করেন।

(iii) ক্রমি-প্রকৃত সাতংক্রম (১০৭১ খ্রিঃ) :-

স্বতন্ত্রতা বুলি অন্য এক স্বাধীন
বন্ধু যা বুলি - জাতি, ক্রমিকাল
- এলবায়ু, - ক্রমিকাল প্রকৃত উপাদান
বুলি - ক্রমিকালীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া
এমন।